সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

সমাপনী প্রতিবেদন ২০২৪

বাস্তবায়নে: নিউ এরা ফাউন্ডেশন, ঈশ্বরদী, পাবনা
সার্বিক সহযোগিতায়: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা

সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

সমাপনী প্রতিবেদন-২০২৪

(সমৃদ্ধি কর্মসূচি শুরু: জানুয়ারী'২০১৫ এবং সমাপ্ত: সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত)
(প্রবীণ কর্মসূচি শুরু: জুলাই'২০১৮ এবং সমাপ্ত: সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত)

বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম: নিউ এরা ফাউন্ডেশন
ঠিকানা: ঢুলটি, ঈশ্বরদী, পাবনা

সার্বিক সহযোগিতায়: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা

সমাপনী প্রতিবেদন-২০২৪

সম্পাদনা পরিষদ:

উপদেষ্টা:
মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

সম্পাদক মণ্ডলী:
১. গোপাল অধিকারী
২.মুন্সি মো. সাজেদুর রহমান
৩. শোভন কুমার লাহিড়ী

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠানং
১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বাণী	৬
২	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের বাণী	৭
৩	সংস্থা পরিচিতি ও পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তারিখ সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৮
৪	সমৃদ্ধি কর্মসূচি ভূক্ত কর্মএলাকার বিবরণ	৮
৫	সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির স্টাফ সংক্রান্ত তথ্য	৮
৬	সমৃদ্ধি কর্মএলাকায় সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য উন্নয়ন মূলক প্রকল্প/কর্মসূচি	৯
৭	সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়নের ইতিকথা	৯-১১
৮	সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন (সেপ্টেম্বর'২০২৪ পর্যন্ত)	১১-১৯
৯	সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রমের মৌলিক তথ্য	১৯-২০
১০	পিকেএসএফ থেকে সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির বছর ভিত্তিক বাজেট ও ব্যয়	২০
১১	সংস্থার সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি ভিত্তিক বিভিন্ন কেইস স্টাডি	২১-৩০
১২	সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সমূহ	৩০
১৩	সার্বিক অর্জন ও ইতিবাচক ফলাফল	৩০
১৪	মাঠ পর্যায়ের বিশেষ ফিড ব্যাক	৩১
১৫	ভবিষ্যৎ কর্মসূচির জন্য সুপারিশমালা	৩২
১৬	ফটোগ্যালারি	৩৩

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বাণী

নিউ এরা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ‘সমৃদ্ধি কর্মসূচি’ বাংলাদেশের অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত এবং প্রবীণ জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। গত সেপ্টেম্বর মাসে তা সমাপ্ত হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছে সংস্থাটি।

পিকেএসএফ এর ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচির আওতায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের জন্য আয়বৃদ্ধি, জীবনমান উন্নয়ন এবং সম্পদ সৃষ্টির জন্য ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঈশ্বরদী উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার, উন্নত বাড়ি এবং নলকূপ নির্মাণ করা হয়েছে। ঝরে পড়া শিশুদের জন্য শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে শিশুদের দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাদান নিশ্চিত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা নিশ্চিত করতে নিয়মিত স্যাটেলাইট এবং বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে চার বিভাগের বিশেষজ্ঞ ক্যাম্প এবং চক্ষু চিকিৎসার ক্যাম্পও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুব সমাজকে আত্মনির্ভরশীল করতে "স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো" শীর্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যুবদের নেতৃত্ব বিকাশ এবং আত্মউপলব্ধির জন্যও প্রশিক্ষণের আয়োজন করানো হয়েছে, যা তাদের জীবনে অগ্রগতি আনতে সাহায্য করবে। মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে যুবদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে, এবং সবুজ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রবীণদের অবদান সভ্যতার উন্নয়নে অনস্বীকার্য। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়ন এবং আর্থসামাজিক পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে প্রবীণদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। দেশের সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের উল্লেখ রয়েছে। তবে, অনেক প্রবীণ ব্যক্তি স্বাস্থ্য সমস্যার পাশাপাশি আর্থিক দৈন্যতা এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় জীবনযাপন করেন। তাদের অধিকার রক্ষায় এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে সরকার এবং আমাদের পক্ষ থেকে প্রবীণদের কল্যাণে ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রবীণদের জন্য বিনোদন কেন্দ্র এবং বার্ষিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে, এবং শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান নির্বাচন করে তাদের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধিতে কাজ করা হয়েছে।

আসুন, আমরা সবাই মিলে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সকল বয়সের মানুষের জন্য সুন্দর সমাজ ও বিশ্ব গড়ি। সমৃদ্ধ জীবন গড়ার লক্ষ্যে আমাদের এই প্রয়াসে একসঙ্গে কাজ করি।

মো. শফিকুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নিউ এরা ফাউন্ডেশন

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের বাণী

"আমাদের সলিমপুর ইউনিয়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্যোগ গ্রহন করেছিল নিউ এরা ফাউন্ডেশন। ঈশ্বরদী উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নে এই কর্মসূচি পরিচালার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই। এ কর্মসূচি আমাদের সমাজের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তারা আয়বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদের আয়ের পথ তৈরি হয়েছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের বিষয়টি আমাদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের সমাজের এই শ্রেণি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পাশে থেকে সমাজকে উন্নত করার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বনায়ন, ভিক্ষুক পুর্নবাসন, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, যুবদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বিশেষ সঞ্চয়, স্যানেটেশন, নিরাপদ পানি, প্রবীণ ভাতা, প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সহায়তা, এবং অর্থনৈতিক সুবিধা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন। প্রবীণদের জন্য 'সোনালী উদ্যোগ (টি-স্টল)' কর্মসূচির মতো আয়বর্ধক কার্যক্রমও প্রশংসনীয়। এটি শুধু তাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে না, বরং তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

আমি বিশ্বাস করি, এই কর্মসূচির ধারাবাহিকতা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমাদের ইউনিয়নের প্রতিটি প্রবীণ এবং দরিদ্র মানুষ আরও উন্নত জীবনযাপন করতে পারছে। তাদের জন্য যথাযথ সহায়তা ও সেবা নিশ্চিত করতে আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমি এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারী সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা একটি সমৃদ্ধ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারব, যেখানে সকলেই সম্মান এবং মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করতে পারবে।"

মোঃ মহির মন্ডল
প্যানেল চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ
সলিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ

১. সংস্থা পরিচিতি ও পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তারিখসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার চরমিরকামরী গ্রামের তৎকালীন সাবেক সংসদ সদস্য মঞ্জুর রহমান বিশ্বাস ১৯৯৮ সালের ২২ মার্চ নিউ এরা ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু করেন। **নিউ এরা ফাউন্ডেশন** (New Era Foundation) বাংলাদেশের একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, যা দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করে । প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। নিউ এরা ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ (Palli Karma-Sahayak Foundation)-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় ২০০১ সালের জুন মাসের ২০ তারিখে অর্ন্তভূক্ত হয়। বর্তমানে ২ জেলায় যথাক্রমে ২০ টি শাখায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ও ২টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

ভূমিকা : বাংলাদেশকে ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত ও সমৃদ্ধশালী করতে হলে উন্নয়নের মূল ধারায় জনগণের কার্যকর ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ একান্ত জরুরী। এ কাজে তৃণমূল পর্যায়ের জনসংগঠন ও স্থায়ীয় নেতৃত্বের অবদান অপরিসীম। দেশের চলমান উন্নয়নকে বেগবান ও তরান্বিত করার জন্য স্থানীয় উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। জাতি, ধর্ম বর্ণ, গোত্র ও ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে দেশের বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মানুষের প্রতিভা, উদ্যোগ ও সম্ভাবনাকে বিকশিত ও রুপায়নের জন্য সম্পূর্ণ স্থানীয় উদ্যোগে বে-সরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিউ এরা ফাউন্ডেশন সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

নিউ এরা ফাউন্ডেশন এর ভিশন: দেশের সকল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র অবহেলিত মানুষদেরকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান ও উজ্জীবিত করে আলোকিত ও উন্নত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে একটি অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক, অলাভজনক আর্থ-সামাজিক ও মানব উন্নয়ন মূলক বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিউ এরা ফাউন্ডেশন এর ভিশন।

নিউ এরা ফাউন্ডেশন এর মিশন: টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে তাদের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়া। এ ক্ষেত্রে অদক্ষ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখার জন্য নিউ এরা ফাউন্ডেশন সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবেও দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে।

২. সমৃদ্ধি কর্মসূচি ভুক্ত কর্মএলাকার বিবরণ (সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত):

বিবরণ		কার্যক্রম শুরুর বছর	সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত	মন্তব্য
জেলার নাম: পাবনা		**জানুয়ারি'২০১৫**	**সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত**	
উপজেলার নাম: ঈশ্বরদী		**জানুয়ারি'২০১৫**	**সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত**	
ইউনিয়নের নাম: সলিমপুর		**জানুয়ারি'২০১৫**	**সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত**	
গ্রামের সংখ্যা		**২১**	**২১**	
খানা সংখ্যা		**১২২৯৯**	**১৩৮০৬**	
জনসংখ্যা	**পুরুষ**	**২৫৭২১**	**২৮৯৩৫**	
	মহিলা	**২২৯২১**	**২৫৯৩৯**	
	মোট	**৪৮৬৪২**	**৫৪৮৭৪**	

৩.সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির স্টাফ সংক্রান্ত তথ্য:

কর্মকর্তা/কর্মীদের পদবি	যোগদানের বছর	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
কর্মসূচি সমন্বয়কারী (জন)	১ জন (০১-০২-২০১৫)	১ জন	
স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (জন)	২ জন (০১-০১-২০১৫)	২ জন	
সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা (জন)	১ জন (২৫-১০-২০১৫)	১ জন	
উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা (জন)	১ জন (০৪-০৪-২০১৬)	নাই	
এম আই এস কর্মকর্তা (জন)	১ জন (০৪-০৪-২০১৬)	নাই	
শিক্ষা সুপারভাইজার (জন)	১ জন (০১-০১-২০১৫)	১ জন	
স্বাস্থ্য পরিদর্শক (জন)	২২ জন (জানুয়ারি-২০১৫)	২৩ জন	
শিক্ষক (জন)	২০ জন (জানুয়ারি-২০১৫)	১৮ জন	
প্রোগ্রাম অফিসার (প্রবীণ)	১ জন (১৮-০৭-২০১৮)	নাই	
মোট	৫০ জন	৪৬ জন	

৪. সমৃদ্ধি কর্মএলাকায় সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য উন্নয়ন মূলক প্রকল্প/কর্মসূচি:

কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন শুরুর সময়	কর্মসূচির মেয়াদ	প্রকল্পের ধরণ	উন্নয়ন সহযোগী/ দাতা সংস্থার নাম	মন্তব্য
কম্বল বিতরণ	২০১৯	চলমান	অসহায় প্রবীণ	নিউ এরা ফাউন্ডেশন	
বৃক্ষরোপন	২০১৭	চলমান	যুব কার্যক্রম	নিউ এরা ফাউন্ডেশন	
বৃত্তি প্রদান	২০২২	চলমান	এসএসসি শিক্ষার্থী	নিউ এরা ফাউন্ডেশন	
পরিপোষক ভাতা	২০২৩	চলমান	অসহায় প্রবীণ	নিউ এরা ফাউন্ডেশন	

৫. সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়নের ইতিকথা: সমৃদ্ধি কর্মসূচি একটি সমাজিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ, যা সমাজের অনগ্রসর এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত । এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য আর্থিকভাবে দুর্বল ও বঞ্চিত মানুষদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা এবং তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানকে উন্নত করা। কর্মসূচির প্রতিটি ধাপই চিন্তাশীল পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়।

ক) সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রেক্ষাপট:

সমৃদ্ধি কর্মসূচি মূলত সমাজের অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত একটি উদ্যমী উদ্যোগ। এই কর্মসূচি এমন একটি প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে, যেখানে দেশের একটি বিশাল অংশ দারিদ্র্য, বঞ্চনা, এবং আর্থসামাজিক বৈষম্যের শিকার। বিশেষত, প্রবীণরা তাদের জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে অসহায় হয়ে পড়ে, কারণ তাদের জন্য যথাযথ সেবা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং আর্থিক নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। এই বাস্তবতার আলোকে, সমৃদ্ধি কর্মসূচি শুরু করা হয় সমাজের এই বিশেষ শ্রেণির জন্য টেকসই উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে।

দারিদ্র্য ও বৈষম্যের প্রভাব

দারিদ্র্য এবং আর্থসামাজিক বৈষম্য যে কোনো দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। প্রবীণ জনগোষ্ঠী অনেক সময় কর্মক্ষমতা হারানোর পর সামাজিক সুরক্ষার বাইরে থেকে যায় এবং তাদের জন্য পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক বা সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থা থাকে না। বিশেষত গ্রামীণ ও অনগ্রসর এলাকাগুলোতে প্রবীণরা আরও বেশি অসহায় হয়ে পড়ে, কারণ সেখানে স্বাস্থ্যসেবা, পেনশন বা অন্যান্য নিরাপত্তা সেবা সীমিত।

এই ধরনের অবস্থা থেকে উত্তরণে দরকার একটি টেকসই এবং কার্যকর কর্মসূচি যা প্রবীণদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা, এবং মানসিক শান্তি নিশ্চিত করতে পারে। এই প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে সমৃদ্ধি কর্মসূচির সূচনা হয়, যা প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনকে অগ্রাধিকার দেয়।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা

বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই বৃদ্ধির হার আরও বেশি লক্ষণীয়। দেশের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রবীণদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের জন্য আর্থিক সুরক্ষা, মানসিক সমর্থন, এবং স্বাস্থ্যসেবা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো তাদের চাহিদা পূরণে সক্ষম হচ্ছে না। এর ফলস্বরূপ, প্রবীণরা তাদের জীবনযাত্রার মান কমিয়ে দিতে বাধ্য হয় এবং অনেক সময় সামাজিক বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়।

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য

সমৃদ্ধি কর্মসূচি সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং প্রবীণদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার উদ্যোগের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশ সরকার Sustainable Development Goals (SDGs) এর আওতায় প্রবীণদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা এবং দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে কাজ করছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচি এই লক্ষ্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পিত হয়েছে, যেখানে প্রবীণদের সামাজিক অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং মানসিক শান্তি নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

সামাজিক সচেতনতা ও উদ্ভাবন

যুব ও প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক সচেতনতার অভাব অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। সমৃদ্ধি কর্মসূচির অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো জনগণের মধ্যে প্রবীণদের অধিকার ও প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজে প্রবীণদের ভূমিকা ও মর্যাদা সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা হয়, যাতে প্রবীণরা সামাজিক বিচ্ছিন্নতার শিকার না হয়।

খ) সমৃদ্ধি কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

সমৃদ্ধি কর্মসূচি একটি সামাজিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ, যা সমাজের অনগ্রসর ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচি সমাজের সেই শ্রেণির মানুষদের টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থিক, সামাজিক এবং স্বাস্থ্যগতভাবে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করছে, যারা সাধারণত সমাজের মূলধারার সেবার বাইরে থাকে। কর্মসূচিটি কেবল প্রবীণদের জন্য নয়, বরং দারিদ্র্যপীড়িত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে।

লক্ষ্য

সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হলো প্রবীণ জনগোষ্ঠীসহ সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের একটি মর্যাদাপূর্ণ ও উন্নত জীবনযাপন নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য

আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা: কর্মসূচির মাধ্যমে যুব, অসচ্ছল পরিবার ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সুরক্ষা ও সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ক্ষুদ্রঋণ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রবীণরা নিজেদের আর্থিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা: দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এছাড়া, স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রদান।

প্রবীণদের সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা: প্রবীণদের সমাজে মর্যাদা ও সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য কমিউনিটিতে প্রবীণদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।

দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা: যুব ও প্রবীণরা যাতে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে, সেজন্য তাদের বিভিন্ন পেশাগত ও সৃজনশীল দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া। এটি তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলবে।

নারী ও প্রবীণদের ক্ষমতায়ন: কর্মসূচি নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে সহায়তা করে, বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের, যাতে তারা স্বনির্ভর হতে পারে। নারীদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার মাধ্যমে পরিবারের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রবীণদের জন্য নিরাপদ বাসস্থান ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা: বাসস্থানহীন বা অরক্ষিত প্রবীণদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল তৈরি করা এবং তাদের জন্য একটি সুরক্ষিত জীবন নিশ্চিত করা। এটি প্রবীণদের মানসিক স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করে।

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও সম্প্রদায়ের সহযোগিতা নিশ্চিত করা:কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজে প্রবীণদের অবদান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা, যাতে তারা পরিবার ও কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অর্জন: কর্মসূচির টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করে, বিশেষত দারিদ্র্য বিমোচন,শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিষয়ে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি প্রবীণদের জীবনের প্রতিটি দিককে স্পর্শ করে, শারীরিক, মানসিক, আর্থিক এবং সামাজিক। এর লক্ষ্য শুধু প্রবীণদের জন্য সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ গঠন নয়, বরং পুরো সমাজের জন্য একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা।

গ) কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল:

সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একটি সুসংগঠিত এবং বহুমুখী কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো প্রবীণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থিক, সামাজিক, এবং স্বাস্থ্যগত অবস্থার উন্নয়ন। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করার জন্য বেশ কিছু কৌশল গৃহীত হয়েছে। এই কৌশলগুলো প্রবীণদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অর্জনের দিকে কেন্দ্রিত।

সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অন্যতম প্রধান কৌশল হলো স্থানীয় সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ। স্থানীয় পর্যায়ে প্রবীণদের নিয়ে কাজ করা নেতৃত্বদল এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে প্রবীণদের চাহিদা ও সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া । এর মাধ্যমে প্রবীণদের প্রয়োজনগুলো সরাসরি নির্ধারণ করা এবং সেগুলোর জন্য উপযুক্ত সমাধান নিশ্চিত করা হয়।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি

প্রবীণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্রঋণ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হয়, যাতে তারা তাদের দৈনন্দিন খরচ মেটাতে পারে এবং মানসম্মত জীবনযাপন করতে পারে।

স্বাস্থ্যসেবা ও মানসিক সুস্থতার উন্নয়ন

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও মানসিক সুস্থতার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা সহায়তা এবং মানসিক সুস্থতার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, এবং স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

প্রবীণদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ আশ্রয়স্থল, সুরক্ষিত বসবাসের ব্যবস্থা এবং সামাজিক সুরক্ষা নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের জন্য পরিপোষক ভাতা, বীমা এবং অন্যান্য সুরক্ষামূলক সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে, যাতে তারা আর্থিকভাবে নিরাপত্তার মধ্যে থাকতে পারে।

প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

প্রবীণদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়, যা তাদের পেশাগত জীবন বা ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করে। প্রবীণদের পাশাপাশি যুব সমাজকেও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দিতে উৎসাহিত করা হয়, যা কর্মসূচির দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য নিশ্চিত করে।

প্রবীণ নারীদের বিশেষ সহায়তা

প্রবীণ নারী জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা এবং সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে তাদের জন্য বিশেষ সহায়তা কর্মসূচি নেওয়া হয়। কর্মসূচির আওতায় নারীদের আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক সুস্থতার উন্নয়নে প্রশিক্ষণ এবং সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

প্রযুক্তির ব্যবহার

সমৃদ্ধি কর্মসূচির বাস্তবায়নে প্রযুক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, আর্থিক সেবা নিশ্চিত করা এবং প্রবীণদের সামাজিক যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, স্বাস্থ্যক্যাম্প ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রবীণদের সহজেই স্বাস্থ্য সেবা ও অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অর্জনের কৌশল

সমৃদ্ধি কর্মসূচি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়িত হয়েছে। বিশেষত SDG-1 (দারিদ্র্য বিমোচন), SDG-3 (স্বাস্থ্য ও সুস্থতা), এবং SDG-10 (বৈষম্য হ্রাস) অর্জনে কাজ করেছে। প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশবান্ধব, অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর এবং সমাজকেন্দ্রিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

কর্মসূচির কার্যকারিতা এবং সফলতা নিশ্চিত করতে একটি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতি নিয়ত সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কর্মসূচির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়। কর্মসূচির বিভিন্ন দিক, যেমন আর্থিক স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক অংশগ্রহণের অগ্রগতি নিয়মিত মূল্যায়ন করা হয়।

উদ্ভাবন ও সমন্বয়

প্রবীণদের বিশেষ চাহিদা ও নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন উদ্ভাবন এবং কৌশল গ্রহণ করা হয়। সম্পদ এবং সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য উপজেলার পরিষদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশলগুলো টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রবীণদের আর্থিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগতভাবে সমর্থন দেয়। এই কৌশলগুলোর মাধ্যমে প্রবীণরা একটি নিরাপদ, সম্মানজনক এবং স্বনির্ভর জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

৬. সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জন (সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত):

ক) শিক্ষা কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচি শিক্ষা খাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে। এই কর্মসূচির শিক্ষামূলক কার্যক্রম শুধু শিশুদের জন্য নয়, বরং প্রবীণ জনগোষ্ঠী, যুবসমাজ, এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্যও বিভিন্ন ধরণের শিক্ষামূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। কর্মসূচির লক্ষ্য হলো টেকসই উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা কার্যক্রম একটি বিস্তৃত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগ, যা ঝরে পরা ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে নিজের ও পরিবারের জীবনে উন্নতি আনতে সক্ষম হচ্ছে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষা কার্যক্রমের খাত ভিত্তিক অর্জন:

কর্মকাণ্ডের নাম		কার্যক্রমের শুরুতে অবস্থা	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন		২০ টি	১৮ টি	
শিক্ষক নিয়োগ		২০ জন	২০ জন	
শিক্ষাকেন্দ্রেতালিকাভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	শিশু শ্রেণি	১০২	২০৪	
	১ম শ্রেণি	২৪০	১৭২	

	২য় শ্রেণি	২০১	১০৯	
	মোট	**৫৪৩ জন**	**৪৮৫**	
ঝরে পড়ার হার (%)	সমৃদ্ধি ইউনিয়নের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে	৪৮	৪	
	সমৃদ্ধির শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে	২৫	০	
শিক্ষা কেন্দ্র প্রতি গড় ফি আদায় (বার্ষিক)		২১৫৬০	২৩২০৭৫	
শিক্ষার্থীর গড় উপস্থিতি (%)		৯৭	৮২	
অভিভাবক সভা		২০	১৮	

উল্লেখ যোগ্য অর্জন :

সমৃদ্ধি কর্মসূচি শিক্ষা কার্যক্রম সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই কর্মসূচির শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ফলে শিশুরা বিদ্যালয়মুখী হয়েছে। ঝরে পড়ার হার কমেছে এবং প্রতিদিনের স্কুলের পড়া প্রতিদিন তারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ) স্বাস্থ্য কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য:

সমৃদ্ধি কর্মসূচি শুধু আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের ওপর জোর দেয় না, বরং সুবিধাবঞ্চিত ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করাও এর প্রধান লক্ষ্য। কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত নানা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, যা জনগণের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবীণ ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবনযাপনকে উৎসাহিত করা হয়।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো কঠিন, সেখানে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প, বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্প,চোখের ছানি অপারশেন, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা, গর্ভবতী,প্রসূতি চিকিৎসা সেবা, ওষুধ বিতরণ এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ।

প্রবীণদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিশেষ চাহিদাগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের জন্য আলাদা স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা করা হয়েছে। বয়স্ক রোগীদের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়।

পুষ্টি শিক্ষা এবং সেবা

স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি পুষ্টি বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিশু, নারী এবং প্রবীণদের জন্য পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি, কীভাবে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিশেষত গর্ভবতী মা এবং নবজাতকদের জন্য পুষ্টিকনা, আয়রন, ক্যালসিয়াম ঔষধ প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য সচেতনতা

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিয়মিত সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক পরিচালিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে রোগ প্রতিরোধ, পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত সচেতনতা কার্যক্রম। গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে এই ধরনের কর্মসূচি জনগণকে সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের দিকে উদ্বুদ্ধ করে।

মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা

গর্ভবতী মা এবং শিশুদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। গর্ভাবস্থার শুরু থেকে শিশুর জন্ম পর্যন্ত মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পুষ্টিকর খাবারের পরামর্শ, প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং প্রসব-পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করা হয়। এছাড়া নবজাতকের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পুষ্টিকর খাবারের পরামর্শ প্রদান করে শিশুর সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করা হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য সেবা

প্রবীণ এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত চাহিদা পূরণে বিশেষ মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। মানসিক চাপ, উদ্বেগ, বিষণ্নতা ইত্যাদি থেকে মুক্তি পেতে কাউন্সেলিং সেবা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত মানুষ তাদের মানসিক সুস্থতা রক্ষা করতে পারে।

পরিবেশগত স্বাস্থ্য সচেতনতা

কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিবেশগত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বাড়ানো হয়। বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থা, এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলার দিকে উৎসাহিত করা হয়।

মহামারি প্রতিরোধ ও মোকাবিলা

সমৃদ্ধি কর্মসূচি মহামারি বা যে কোনো স্বাস্থ্যগত জরুরি অবস্থার সময় স্থানীয় জনগণের জন্য দ্রুত সেবা ও সহায়তা প্রদান করে। বিশেষত COVID-19 এর সময় স্বাস্থ্য সেবা, সচেতনতা এবং সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। টিকা প্রদান, সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

করোনা ভাইরাস কোভিড ১৯ দূর্যোগের সময় অসহায় ও কর্মহীন মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছেন নিউ এরা ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক মোস্তাক আহমেদ কিরণ

খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি কর্মসূচি

প্রবীণ এবং দরিদ্র জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য সরবরাহ এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার বিতরণ করা হয়। কর্মসূচির আওতায় বিশেষ করে অপুষ্টির শিকার শিশু এবং প্রবীণদের পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে তারা স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করতে পারে।সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পুষ্টি উন্নয়নে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি সচেতনতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে এই কর্মসূচি প্রবীণ ও সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যমান উন্নয়নের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অর্জনে সহায়তা করছে।

১) নিয়মিত স্বাস্থ্য কার্যক্রম:

ক্র. নং	কর্মকাণ্ডের নাম	কার্যক্রম শুরুতে অবস্থা	বর্তমান/ ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থা	মন্তব্য
১.১	স্বাস্থ্য পরিদর্শক কর্তৃক খানাপরিদর্শন	**১২২৯৯**	**১৪৫৩৩**	
১.২	স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক সভা/ উঠান বৈঠক আয়োজন	৯৮	১১৭৭০	
১.৩	স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন	৩৬	৮৫৫৮	
১.৪	স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবাগ্রহণকারী	৫৮	৪১৬৩৮	
১.৫	স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন	১২	১১৮৫	
১.৬	স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবাগ্রহণকারী	৩৫২	৩৬৭৩৪	
১.৭	সাধারণ স্বাস্থ্য-ক্যাম্প আয়োজন	২	৩৫	
১.৮	সাধারণ স্বাস্থ্য-ক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারী	১৮৫	৪৫৩৬	
১.৯	বিশেষ চক্ষু-ক্যাম্প আয়োজন	০	৭	
১.১০	বিশেষ চক্ষু-ক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারী	০	১১০৭	
১.১১	বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প-এ ছানী অপারেশন	০	২৭২	
১.১২	ডায়াবেটিস পরীক্ষা	১১০	৪৩৪২৫	
১.১৩	রক্তের গ্রুপ নির্ণয়	০	৫০৩৮	
১.১৪	ডায়াবেটিস পরীক্ষা	১১০	৪৩৪২৫	
১.১৫	পুষ্টি কণা বিতরণ সংখ্যা	**১০২০০**	**৭৬৭৬৮**	
১.১৬	স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রয় সংখ্যা	৩৬	২৯৭৬০	
১.১৭	স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রি থেকে আয় (টাকা)	৩৬০০	২৯৭৬০০০	

২) মা ও শিশুস্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য:

ক্র. নং	কর্মকান্ডের নাম	কার্যক্রম শুরুতে অবস্থা	বর্তমান/ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থা	মন্তব্য
২.১	গর্ভবতী মহিলা সেবাগ্রহণকারী	২০৬	৩১১৪	
২.২	সেবা গ্রহণকারী দুগ্ধদানকারী মা	১৫৩	২৮৬৩	
২.৩	০ থেকে ৫ বছরের শিশুদের সেবা প্রদান	৫	১৬৬৩	
২.৪	স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাভাবিক প্রসব হয়েছে	৩	৯৮৩	
২.৫	স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সিজারিয়ান প্রসব হয়েছে	১৪	২১৩২	
২.৬	বাড়িতে দক্ষ প্রসব সহায়তাকরীর মাধ্যমে প্রসব	০	৪২৭	
২.৭	বাড়িতে দক্ষ প্রসব সহায়তাকারী ছাড়া প্রসব হয়েছে	১	২১	
২.৮	মোট প্রসব হয়েছে (ক্র.নং ২.৪ থেকে ২.৭ যোগ করে)	১৫	৩৫৬৩	
২.৯	জীবিত সন্তান প্রসব হয়েছে	১৫	৩৫০৮	
২.১০	মৃত সন্তান প্রসব হয়েছে	০	৫৫	
২.১১	০ মাস থেকে ৫৯ মাসের মধ্যে শিশু মৃত্যু হয়েছে	০	৫২	
২.১২	মাতৃ-মৃত্যু হয়েছে	০	১৬	

৩) বিভিন্নরোগ-ব্যাধি সংক্রান্ত তথ্য:

ক্র. নং	রোগ-ব্যাধি সংক্রান্ত তথ্য (জন)	কার্যক্রম শুরুতে অবস্থা	বর্তমান/ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থা	মন্তব্য
৩.১	নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত	১৫	১১৫৪	
৩.২	ডায়রিয়ায় আক্রান্ত	২৪	১২৩১	
৩.৩	উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যা	৩৬১৭	৬৮৮৯	
৩.৪	নিম্ন রক্তচাপ জনিত সমস্যা	২৪৮৫	৬৫১৩	
৩.৫	ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রয়েছে	১৫৬৭	২১১৭	
৩.৬	যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত রয়েছে	৪	১৯৮	
৩.৭	হেপা-টাইটিসে আক্রান্ত	০	২৯	
৩.৮	চোখের সমস্যা রয়েছে	৩৫৭৫	৫৭৩৪	
৩.৯	কানের সমস্যা রয়েছে	১০৪৯	২১৩২	
৩.১০	প্যারালাইজড রোগী রয়েছে	৭৩	২৬৫	
৩.১১	কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়েছে	৩	৩৪৩	
৩.১২	অন্য কোনো জটিল রোগে আক্রান্ত	৩	৬৩৪১	

৪) ঔষধ সামগ্রী বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্র. নং	ঔষধ /পুষ্টি পরিপূরক বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য	কার্যক্রম শুরুতে অবস্থা	বর্তমান/ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থা	মন্তব্য
৪.১	পুষ্টিকণা বিতরণ করা হয়েছে প্যাকেট (১প্যাকেট= ৩০টি স্যাশে)	১০২০০	৭৬৭৬৮	
৪.২	আয়রন ফলিক এসিড বিতরণ	১৯৭০০	২৩২৪১০	
৪.৩	ক্যালসিয়াম বড়ি বিতরণ	০	১৬৪৬৩৩	
৪.৪	কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ	৩০৮০০	১৬১০২২	

৫) ডিজিটাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম:

ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার ধরন	কার্যক্রম শুরুতে অবস্থা	বর্তমান/ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থা	মন্তব্য
মোবাইল/ট্যাব বিতরণ	০	০	
বিপি মেশিন বিতরণ	২৭	২৭	
থার্মোমিটার বিতরণ	২৭	২৭	
অক্সি-মিটার বিতরণ	২৭	২৭	
ইসিজি মেশিন বিতরণ	০	০	
অন্যান্য (যদি থাকে)	৫৪	৫৪	ওজন ও উচ্চতা স্কেল

গ) যুব উন্নয়ন কর্মসূচি:

সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের নাম	কার্যক্রম শুরুতে অবস্থা	বর্তমান/ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থা	মন্তব্য
যুব ওয়ার্ড কমিটি গঠন	৯	৯	
যুব ইউনিয়ন কমিটি গঠন	১	১	
সভা আয়োজন	৯	২৩১	
যৌতুক বিরোধী অভিযান (সংখ্যা)	০	৪৩	
বাল্য বিবাহ রোধ (জন)	০	৯৭	
ইভ-টিজিং প্রতিরোধ (সংখ্যা)	০	১২৮	

ঘ) যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

সমৃদ্ধি কর্মসূচির যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি বিশেষ উদ্যোগ, যা বাংলাদেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত যুবকদের ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এই কর্মসূচির আওতায় যুবকদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যা তাদের কর্মজীবনে সহায়ক হয় এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

মূল উদ্দেশ্য:

দক্ষতা উন্নয়ন: যুবকদের বিভিন্ন দক্ষতা যেমন, কারিগরি দক্ষতা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক উদ্যোগ পরিচালনা, এবং অন্যান্য পেশাদারী দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করা।

আত্মকর্মসংস্থান: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবকদের আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ করা এবং উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সহায়তা করা।

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি: স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করা।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি: যুবকদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের গুরুত্ব বোঝানো এবং তাদের অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম করার লক্ষ্যে বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

প্রশিক্ষণের ধরণ:

কারিগরি প্রশিক্ষণ: ইলেকট্রনিক্স, মেশিনারি, গাড়ি মেরামত, সৌরশক্তি, কৃষি ও পশুপালনসহ বিভিন্ন কারিগরি খাতে প্রশিক্ষণ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) প্রশিক্ষণ: কম্পিউটার পরিচালনা, প্রোগ্রামিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন ইত্যাদি।

উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ: ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু ও পরিচালনা, ব্যবসায় পরিকল্পনা, মার্কেটিং এবং অর্থায়নের কৌশল।

ব্যক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন: নেতৃত্বের গুণাবলী, যোগাযোগ দক্ষতা, সময় ব্যবস্থাপনা, এবং দলবদ্ধভাবে কাজ করার কৌশল।

ফলাফল ও উপকারিতা:

- **আর্থ-সামাজিক উন্নতি:** প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকরা তাদের আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়, যা তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটায়।

- **আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি:** প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করে।
- **উদ্যোক্তা উন্নয়ন:** অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে সক্ষম হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ সময়কাল (দিন সংখ্যা)	স্ব-কর্মসংস্থান	মন্তব্য
স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো	৩০০	২ দিন	৩১	
আত্ম-উপলব্ধি ও নেতৃত্ববিকাশ	২০০	২ দিন	১৩	

ঙ) যুব কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: (যুব কারিগরি প্রশিক্ষণের ও পর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে নিম্ন রূপ ছকে তথ্য দিতে হবে)

কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ সময়কাল (দিন সংখ্যা)	স্ব-কর্মসংস্থান	মন্তব্য

উল্লেখযোগ্য অর্জন: সমৃদ্ধি কর্মসূচির যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে যুবকরা কর্মমুখী হয়ে গড়ে উঠেছে। তাদের স্বক্ষমতা বেড়েছে। অনেকে পড়ালেখার পাশাপাশি নানা কাজে নিয়োজিত হয়েছে। আত্মনির্ভরশীলতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বেড়েছে। উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত হয়েছে। খেলাধুলা ও মাদকবিরোধী কর্মকান্ডে সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে।

চ) সমৃদ্ধির ঋণ কার্যক্রমের সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ:

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ঋণ কার্যক্রমের সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ একটি উদ্যোগ যা দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্যদের বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা তাদের নিজের ব্যবসা বা পেশায় দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়। এর ফলে তারা তাদের আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে পারে।

মূল উদ্দেশ্য:

আয় বৃদ্ধি: সদস্যদের আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া, যা তাদের নিজস্ব উদ্যোগ ও কাজের দক্ষতা বাড়ায়।

আর্থিক স্বনির্ভরতা: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের ঋণের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার ও আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করতে সক্ষম করা।

দারিদ্র্য বিমোচন: দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের মাত্রা কমিয়ে স্বনির্ভরতা অর্জন করা।

প্রশিক্ষণের ধরন:

কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণ:

- কৃষি ও পশুপালন
- মাশরুম চাষ
- মৎস্যচাষ
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্যসেবা
- হস্তশিল্প ও দর্জি কাজ
- ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা

উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ:

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা পরিচালনার কৌশল
- বাজার বিশ্লেষণ ও বিপণন কৌশল
- অর্থ সংস্থান ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা
- ব্যবসায়িক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ব্যক্তিগত ও সামাজিক দক্ষতা উন্নয়ন:

- যোগাযোগ দক্ষতা
- নেতৃত্বের গুণাবলী
- সময় ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা

প্রশিক্ষণের উপকারিতা:

আয় বৃদ্ধির সুযোগ: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যরা তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আয়বৃদ্ধির সুযোগ পায়।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন: সদস্যরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজস্ব ব্যবসা বা উৎপাদনমুখী কাজে উদ্যোগী হতে সক্ষম হয়।

ঋণ ব্যবস্থাপনা: ঋণ কীভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করে আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করা যায় তা শিখে সদস্যরা ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয়।

আর্থ-সামাজিক উন্নতি: এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের পরিবারগুলোর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। এই আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমৃদ্ধি কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা ঋণ কার্যক্রমের সদস্যদের আর্থিক সক্ষমতা ও জীবনমানের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

প্রশিক্ষণের বিষয়	অংশ গ্রহনকারী সদস্য সংখ্যা	প্রশিক্ষণ সময়কাল (দিন সংখ্যা)	রিসোর্স পার্সনের নাম ও পদবি	স্ব-কর্মসংস্থান	মন্তব্য
কৃষি বিষয়ক	৪০০	২ দিন	মাহমুদা মোতমাইন্না অতিরিক্ত উপজেলা কৃষি অফিসার	১২০ জন	
প্রাণী সম্পদ বিষয়ক	৫০০	২ দিন	মোঃ নাজমুল হাসান উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা	১৭০ জন	
ভার্মি কম্পোস্ট	৫০	২ দিন	মোঃ নাজমুল হাসান উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা	৯ জন	
মোট	৯০০				

উল্লেখযোগ্য অর্জন: সমৃদ্ধি কর্মসূচির ঋণ কার্যক্রমের সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সনাতনী পদ্ধতি ছেড়ে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। ফলে সময় ও পরিশ্রম কমেছে এবং ফলন বেড়েছে।

ছ) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড:

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তরুণ প্রজন্মের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো যুবসমাজকে সুস্থ বিনোদন ও সৃজনশীলতায় উৎসাহিত করা, যা তাদের ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সমাজে ঐক্য ও সংহতি বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

নিউ এরা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রবীণদের মাঝে পরিপোষক ভাতা তুলে দিচ্ছেন ঈশ্বরদী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমদাদুল হক রানা সরদার, সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপসচিব ড. মো. রওশন জামাল, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুবীর কুমার দাশসহ অতিথিবৃন্দ।

মূল উদ্দেশ্য:

মানসিক ও শারীরিক বিকাশ: ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে যুবকদের শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা।

সৃজনশীলতার বিকাশ: সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের সৃজনশীলতাকে জাগ্রত করা এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে বাড়ানো।

সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি: একসাথে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং সমাজে ঐক্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

অপরাধপ্রবণতা হ্রাস: যুব সমাজকে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যুক্ত করে নেতিবাচক কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখা।

কার্যক্রমের ধরন:

ক্রীড়া কার্যক্রম:

- ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল ও অন্যান্য দলভিত্তিক খেলা আয়োজন।
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে টুর্নামেন্ট আয়োজন।
- যুবকদের শারীরিক ফিটনেসের উপর গুরুত্বারোপ করে বিশেষ প্রশিক্ষণ।
- স্কুল ও গ্রাম পর্যায়ে খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধি।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম:

- নাটক, সংগীত, নৃত্য এবং আবৃত্তির মতো সৃজনশীল কর্মকান্ড আয়োজন।
- স্থানীয় ও জাতীয় উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।
- গ্রামীণ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য বিশেষ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা।
- নাট্যশিল্প এবং লোকগানের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।

শিক্ষামূলক কার্যক্রম:

- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতির মাধ্যমে যুবকদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী, দলগত কাজ করার ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা।
- প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিভাবানদের আরও উন্নয়নের সুযোগ দেওয়া।

কার্যক্রমের উপকারিতা:

- **শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন:** ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম যুব সমাজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখে।
- **সামাজিক বন্ধন বৃদ্ধি:** এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ একত্রিত হয় এবং সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।
- **সৃজনশীলতার বিকাশ:** সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তরুণরা সৃজনশীল হয়ে ওঠে এবং নিজেদের প্রতিভাকে প্রকাশের সুযোগ পায়।
- **নেতৃত্বের গুণাবলী:** দলভিত্তিক ক্রীড়া কার্যক্রমের মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলী এবং সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে।

এই কার্যক্রমগুলো যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, তাদের ব্যক্তিগত বিকাশ এবং সমাজের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সাহায্য করে।

কর্মকাণ্ডের নাম	কার্যক্রম শুরুতে অবস্থা	বর্তমান/ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থা	মন্তব্য
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন	০	৫	
জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন	০	৩২	
মেলা বা প্রদর্শনী আয়োজন	০	১	
ধর্মীয় অনুষ্ঠান/সভা আয়োজন			
অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠান (রক্তদান কর্মসূচি)			

জ) প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উদ্যোগ, যা বয়স্ক জনগোষ্ঠীর শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক সুস্থতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রবীণদের সুরক্ষা ও সমর্থন নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই কর্মসূচি প্রবীণদের সমাজে মর্যাদা, নিরাপত্তা, এবং আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে কাজ করে।

মূল উদ্দেশ্য:

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা: প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং তাদের মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়তা করা।

আর্থিক নিরাপত্তা: প্রবীণদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান, যেমন মাসিক ভাতা, ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা, প্রবীণ সোনালী উদ্যোগ (টি-স্টল) এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা।

সামাজিক অন্তর্ভুক্তি: প্রবীণদের সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসা এবং তাদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

পরিবার ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন: প্রবীণদের পরিবার এবং সমাজের সাথে সংযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া।

কার্যক্রমের ধরন:

স্বাস্থ্য সেবা:

- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।
- প্রবীণদের জন্য বিশেষায়িত চিকিৎসা কেন্দ্র বা স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন।
- মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং পরামর্শ প্রদান।

আর্থিক সহায়তা:

- এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রবীণদের জন্য বেসরকারি উদ্যোগে মাসিক ভাতা প্রদান।
- কর্মক্ষম প্রবীণদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা ও ব্যবসায়িক উদ্যোগে সহায়তা।
- সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করা।
- আর্থিক সুবিধা প্রবীণ সোনালী উদ্যোগ (টি-স্টল)

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড:

- প্রবীণদের জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন, যেমন মিলনমেলা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা।
- প্রবীণদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- সমাজের অন্যান্য অংশের সঙ্গে প্রবীণদের সম্পৃক্ত করতে সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ড আয়োজন।

পরিবারিক সংহতি ও সচেতনতা বৃদ্ধি:

- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রবীণদের সুরক্ষা ও যত্ন নেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- প্রবীণদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়নে কর্মশালা এবং পরামর্শ সেবা।

এই কর্মসূচি প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং তাদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে।

কর্মকান্ডের নাম	কার্যক্রম শুরুতে অবস্থা	বর্তমান/ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থা	মন্তব্য
সংগঠিত প্রবীণ সংখ্যা (জন)	১৭৮১	১৯১০	
সভা আয়োজন (টি)	৯	৩১০	
সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণ (টি)	১	১	
পরিপোষক ভাতা প্রদান (টাকা)	১৩৫০০০	২৮৬০০০০	
শীতবস্ত্র বিতরণ	১০০	২৫৫	
মৃতের সৎকার বাবদ অর্থ প্রদান	৪০০০	১৭৮০০০	
সোনালী টি-স্টল স্থাপন (টি)	০	১	
নিজ ভূমে নিবাস প্রবীণ	০	০	
অন্যান্য	০	০	

ঝ) বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম: বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম হলো একটি আর্থিক উদ্যোগ, যা দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুরক্ষা ও স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায়তা করে। এই কর্মসূচি বিশেষভাবে সমাজের দুর্বল অংশগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডিজাইন করা হয়। এর মাধ্যমে তারা সঞ্চয়ের মাধ্যমে ছোটখাটো বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করতে সহায়ক হয়।

কর্মকান্ডের নাম	কার্যক্রম শুরুতে অবস্থা	বর্তমান / ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থা	মন্তব্য
বিশেষ সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	৪	১৯	
সঞ্চিত টাকার পরিমাণ	৮১০০০	৩৫১৯০০	
সঞ্চিত টাকা ফেরতের পরিমাণ	৭৪৯৮৩	৩০০০০০	
আয়বর্ধনমূলক কাজ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৪	১৯	
স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি (জন)	৪	১৯	

ঞ) উদ্যোমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম:

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম একটি সামাজিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ, যার লক্ষ্য হলো ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের সমাজে পুনর্বাসিত করা এবং আয়বর্ধক কর্মকান্ডে যুক্ত করা। ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মুক্তি পেয়ে এসব মানুষ যেন সম্মানজনক ও স্থায়ীভাবে জীবনযাপন করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি পরিচালিত ।

কর্মকান্ডের নাম	কার্যক্রম শুরুতে অবস্থা	বর্তমান/ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থা	মন্তব্য
মোট পুনর্বাসিত উদ্যোমী সদস্য (জন)	২	৮	
মোট সম্পদের পরিমাণ (আর্থিক মূল্যে)	৬৫০০০	২১২৭৩০০	
স্ব-কর্মসংস্থানের সংখ্যা (জন)	১	৭	
পূর্বের পেশায় প্রত্যাবর্তন (জন)	০	০	০১ জন পলাতক

ট) বিশেষ কার্যক্রম :

কর্মকান্ডের নাম	কার্যক্রম শুরুতে অবস্থা	বর্তমান/ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থা	মন্তব্য
বন্ধু চুলা স্থাপন (সংখ্যা)	৩১৫	১০০৫	
বায়োগ্যাস প্লান্ট(টি)	০	৭	
বাসক চাষ ও বিক্রয় (কেজি)	১১	১২০৯	
সোলার প্লান্টস্থাপন (টি)	৩১	০	
স্যানিটেশন প্যাডবিক্রি	০	০	
স্বাস্থ্যকর পায়খানা স্থাপন	১৩	৪০০	
নলকূপ স্থাপন (টি)	৭	৩৩	
ওয়াটার ট্যাংক সরবরাহ	০	০	
অন্যান্য (যদি থাকে)	০	০	

৬. সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রমের মৌলিক তথ্য:

সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারের একটি উদ্যোগ, যা দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করতে পরিচালিত হয়। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্র পরিবারগুলিকে স্বনির্ভর করে তোলা এবং তাদের আয়ের উৎস বাড়ানো। এটি প্রান্তিক জনগণের জন্য স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করে, যাতে তারা ছোটখাটো ব্যবসা, কৃষি বা অন্য যে কোনো আয়-উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ করতে পারে।

মূল বৈশিষ্ট্য

স্বল্পসুদের ঋণ: স্বল্পসুদের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়, যা দরিদ্র জনগণের জন্য সহজলভ্য।
নানা খাতে বিনিয়োগের সুযোগ: ব্যবসা, কৃষি, পশুপালন, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ দেয়া হয়।
আয়ের বৃদ্ধি: দরিদ্র জনগণকে স্বাবলম্বী করে তাদের আয় বাড়ানো এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা।
স্বনির্ভরতা: ঋণগ্রহীতাদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তাও প্রদান করা হয়, যা তাদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে।
নারী ক্ষমতায়ন: নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রাধান্য এবং সহায়তা প্রদান করা হয়।
এটি একটি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, যেখানে সদস্যরা ঋণ নিয়ে ব্যবসা বা কৃষিকাজ শুরু করে, এবং লাভের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করে।

ক) ঋণ কার্যক্রমে সমিতি ও সদস্য সংক্রান্ত তথ্য (সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত):

বিবরণ	কার্যক্রম শুরুতে অবস্থা	বর্তমান/ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থা	মন্তব্য
সমিতি সংখ্যা	১১৯	১২৭	
সদস্য সংখ্যা	২০৬২	৩৩৪০	
ঋণ গ্রহীতা	১১২৮	২৪৮৮	

খ) সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রমের তথ্য (সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত):

বিবরণ	পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্তির পরিমাণ (টাকা)	মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ (টাকা)
আয়বর্ধনমূলক ঋণ(IGA)	৫৫৬৭৪০	১৯৮৯৮০০০০
সম্পদ সৃষ্টি ঋণ(ACL)	১৫০০০০০	৩৭৪৫০০০
জীবনযাত্রার মানন্নোয়ন ঋণ(LIL)	১৪৫০০০০	৭২৮১০০০
মোট	৩৫০৬৭৪০	২১০০০৬০০০

গ) সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রমের আয়-ব্যয় বিবরণী (সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত):

হিসাবের খাত	ব্যয়	হিসাবের খাত	মোটআয়
ঋণ কার্যক্রমের সার্ভিস চার্জ প্রদান	**৫৯৯৭২৫১**	ঋণ কার্যক্রমের সার্ভিস চার্জ আদায়	**২৬৪৩৬৩১৬**
		পাস বই বিক্রি ও অন্যান্য আদায়	**১৬০৩০**
ব্যয় অতিরিক্ত আয় (উদ্বৃত্ত)	**২০৪৩৯০৬৫**		
মোট	**২৬৪৫২৩৪৬**		**মোট ২৬৪৫২৩৪৬**

৭. পিকেএসএফ থেকে সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির বছর ভিত্তিক বাজেট ও ব্যয়:

ক) সমৃদ্ধি কর্মসূচি:

অর্থবছর	পিকেএসএফ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট (লক্ষ টাকা)	মোট খরচ (টাকা)	পিকেএসএফ থেকে পুনঃভরণ প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	সহযোগী সংস্থার অংশ (টাকা)	মন্তব্য
২০১৪-২০১৫	১৬৫৪৬৫০	১৫৮৯৯৬৮	১৪৭৯২৩৪	১১০৭৩৪	
২০১৫-২০১৬	৪৫৭০৬০০	৪৪৩৬৭৬৩	৩৭০৯২৮০	৭২৭৪৮৩	
২০১৬-২০১৭	৬৮০৯৮০৫	৬৭৫৬৬৮০	৫৮৩৫৩২৯	৯২১৩৫১	
২০১৭-২০১৮	৬৩৬২৩২৫	৬১৫৯২৬৭	৫১৭৩৭৮৮	৯৮৫৪৭৯	
২০১৮-২০১৯	৬৭৭২৫০২	৬৭৩৮০৩৫	৫৭৭৩২৩৫	৯৬৪৮০০	
২০১৯-২০২০	৬৭৮৯৪৫০	৫২৫৯৭৭৯	৪৩৬৮৭৮৪	৮৯১০৭৫	
২০২০-২০২১	৪৯৮৭৩৫০	৩৯৮০২১৯	৩৯৭৭৮৩৩	২৩৮৬	
২০২১-২০২২	৪৭৭২৩৭০	৪৭১৬৬৭৮	৪৬৯২৮২৬	৬৪৩২	
২০২২-২০২৩	৪৮৬১১৫০	৪৮৬৩৭৫২	৪৮৬১৬৪০	২১১২	
২০২৩-২০২৪	৪৮৯৭৫৪০	৪৬১৬২৮৮			
২০২৪-২০২৫	৭৫৪৬৫০	৬৪০৯৫৬			

খ) প্রবীণ কর্মসূচি:

অর্থবছর	পিকেএসএফ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট (লক্ষটাকা)	মোট খরচ (টাকা)	পিকেএসএফ থেকে পুনঃভরণ প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	সহযোগী সংস্থার অংশ (টাকা)	মন্তব্য
২০১৮-২০১৯	১৬৪৫১৬০	১৩১২৬৯৪	৭১৪৬০৬	৫৯৮০৮৮	
২০১৯-২০২০	১২৮৩৮৪০	১১১৭৪০১	৫৫৮৬৮৪	৫৫৮৭১৭	
২০২০-২০২১	১০৬৯৭২০	৮৬০০০৭	৫০০৯০৭	৩৫৯১০০	
২০২১-২০২২	৭৯৫৫৪০	৭০৭২০১	৪২৯৬৩৪	২৭৭৫৬৭	
২০২২-২০২৩	৭২৩০০০	৬৭৪৩৮১	৪৪৪৬০৩	২২৯৭৭৮	
২০২৩-২০২৪	৭২৩০০০	৬৮৩২৬২			
২০২৪-২০২৫	১৬৪৫১৬০	১২৭০৪১			

৮. সংস্থার সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি ভিত্তিক বিভিন্ন কেইস স্টাডি:

ক) সমৃদ্ধি কর্মসূচির ওপর: যুব, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উদ্যোমী সদস্য, বিশেষ সঞ্চয়, আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম, আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণী সদস্য প্রশিক্ষণ, যুব কারিগরি প্রশিক্ষণ, যুব স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো প্রভৃতি-কে নিয়ে পৃথক ভাবে কেস স্টাডি তৈরি করতে হবে।

যুব কার্যক্রম :

সমৃদ্ধি কর্মসূচি যুবসমাজকে দেশের উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করে। যুব কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো যুবকদের শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা তৈরির সুযোগ এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন করা। কর্মসূচির অধীনে যুবসমাজকে দক্ষতা উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থান এবং নেতৃত্বে উন্নীত করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যা তাদের ব্যক্তি এবং সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়তা করবে।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

যুব সমাজের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়াতে সমৃদ্ধি কর্মসূচি কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এই প্রশিক্ষণগুলো যুবকদের বিভিন্ন দক্ষতা যেমন—কারিগরি কাজ, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি, হস্তশিল্প, এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কার্যক্রমে পারদর্শী করে তোলে। এর মাধ্যমে তারা নিজেরাই আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার সহায়তা

যুব সমাজের উদ্যোক্তা মনোভাব গড়ে তুলতে এবং তাদের উদ্যোক্তা কার্যক্রমকে সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য সমৃদ্ধি কর্মসূচি যুবকদের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্র ঋণ, বিনিয়োগের সুযোগ এবং ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। যুবকরা এই সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করতে পারে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারে।

যুব নেতৃত্ব এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় যুবদের নেতৃত্বগুণ বিকাশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমে যুবকদের সম্পৃক্ত করা হয় এবং তাদের নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন- পরিবেশ সুরক্ষা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, এবং শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য যুবকদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হয়। এর মাধ্যমে যুব সমাজের মধ্যে দায়িত্ববোধ এবং দেশপ্রেম জাগ্রত হয়।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ক্যারিয়ার পরিকল্পনা

যুব সমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন সভা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে ক্যারিয়ার গাইডেন্স, সাক্ষাৎকার প্রস্তুতি, এবং চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্কিং সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে যুবকরা সহজেই কর্মসংস্থান এবং তাদের ক্যারিয়ার বিকাশে সফলতা অর্জন করতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল দক্ষতা

যুবকদের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমৃদ্ধি কর্মসূচি যুবদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ইন্টারনেট ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, এবং অনলাইন ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়। এছাড়া ই-কমার্স, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এবং অন্যান্য ডিজিটাল উদ্যোক্তা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম

যুব সমাজের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালিত করে। যাতে করে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক উৎসব, এবং অন্যান্য মননশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে যুবকরা নিজেদের সৃজনশীলতা এবং শারীরিক দক্ষতা বিকশিত করার সুযোগ পায়।

পরিবেশ সচেতনতা ও উন্নয়ন

পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে যুবসমাজের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বৃক্ষরোপণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ইত্যাদি কার্যক্রমে যুবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়, যাতে তারা পরিবেশ সংরক্ষণের অংশীদার হতে পারে।

স্বাস্থ্য ও মানসিক কল্যাণ

যুবদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং মানসিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্যবিষয়ক সভা এবং সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়। বিশেষত মানসিক স্বাস্থ্য, মাদকাসক্তি প্রতিরোধ এবং শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর ফলে যুবসমাজ একটি সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হয়।

শিক্ষাবৃত্তি এবং উচ্চশিক্ষার সহায়তা

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অধীনে সুবিধাবঞ্চিত এবং মেধাবী যুবকদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে তারা উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ পায় এবং নিজেদের দক্ষতা উন্নয়ন করে কর্মজীবনে সফল হতে পারে। শিক্ষাবৃত্তি এবং উচ্চশিক্ষার সহায়তা কর্মসূচি যুবকদের শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করে এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য একটি সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি করসমৃদ্ধি কর্মসূচির যুব কার্যক্রম যুবসমাজকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর, দক্ষ এবং সামাজিক দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই কর্মসূচির মাধ্যমে যুবকরা শুধু নিজেদের উন্নত করতে পারে না, বরং দেশের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম : সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য সেবা একটি সমন্বিত উদ্যোগ, যা দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পরিচালিত । এই কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ, এবং সহজলভ্য ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা । এটি একটি টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ, যেখানে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদান: কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, গর্ভবতী, প্রসূতি, শিশুর স্বাস্থ্য নিয়ে পরিচালিত হয়।

পরিসেবা: স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প, বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্প, প্রাথমিক সেবা, প্রাথমিক রোগ নির্ণয়, গর্ভবতী, প্রসূতি ও শিশুর ওষুধ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

গর্ভবতী নারী ও মাতৃসেবা: গর্ভবতী নারীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রসবকালীন সেবা, গর্ভাবস্থার যত্ন, পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ এবং নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা।

পরামর্শ: গর্ভাবস্থার সময় নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য সচেতনতা ও শিক্ষা: এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যেখানে স্বাস্থ্যকর জীবনধারা, পুষ্টি, এবং রোগ প্রতিরোধমূলক আচরণ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা হয়।

প্রচার: স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করা হয়। হ্যান্ডওয়াশিং, সঠিক পুষ্টি, এবং রোগ প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক কর্মসূচি চালানো হয়।

পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) প্রোগ্রাম: নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন সুবিধার উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রচারণা করা হয়, যা জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়ক। **যেমন**: নিরাপদ টয়লেটের ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা, এবং হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের সফলতা:

- গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবায় উন্নয়ন।
- মা ও শিশুমৃত্যু হার কমিয়ে আনা।
- রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা এবং টিকাদান কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি দীর্ঘমেয়াদে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নেও সহায়ক করেছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা কার্যক্রম : সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা কার্যক্রম দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা হয়। এ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হলো শিক্ষার প্রসার ঘটানো, বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে শিক্ষার হার কম, সেইসব অঞ্চলে কার্যকর শিক্ষা সেবা পৌঁছে দেওয়া। এটি সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার সমান সুযোগ তৈরি করতে এবং শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন করতে সহায়তা করে।

প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ: দরিদ্র পরিবারের শিশুদের স্কুলে যাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা। যেসকল পরিবারের আর্থিক ভাবে অসচ্ছল তাদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়।

গুণগত মানের শিক্ষা: শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যাতে করে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক ও কার্যকর শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রবর্তন হয়।

বিনামূল্যে ও সাশ্রয়ী মূল্যে শিক্ষা: সুবিধাবঞ্চিত এবং দরিদ্র পরিবারগুলোর শিশুদের সাশ্রয়ী মূল্যে শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা হয়।

বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়া শিক্ষার্থীদের পুনরায় স্কুলে ফিরিয়ে আনা: যেসব শিশু আর্থিক বা পারিবারিক সমস্যার কারণে স্কুলে যেতে পারে না, তাদেরকে পুনরায় শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

শিক্ষা সচেতনতা কর্মসূচি: জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রচারণা চালানো হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা কার্যক্রমের সফলতা:

- দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি।
- ঝরে পড়া শিশুদের পুনরায় শিক্ষার অধীনে আনা।
- মেয়ে শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতি এবং শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।
- আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা কার্যক্রম দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এবং দেশের সামগ্রিক শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

উদ্যোমী সদস্য

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ভিক্ষুক পুনর্বাসন বা উদ্যোমী সদস্য : দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ একটি উদ্যোগ, যা ভিক্ষুকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলা। এর মূল লক্ষ্য ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মুক্ত করে তাদেরকে উদ্যোক্তা বা উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে সমাজে পুনঃস্থাপন করা।

ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মুক্তি প্রদান: কর্মসূচির প্রথম ধাপ হলো ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের জন্য তাদেরকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মুক্ত করা। এটি তাদের জীবিকার জন্য বিকল্প এবং টেকসই উপার্জনের পথ প্রদর্শন করে।

সহায়তা: পুনর্বাসনের সময় পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য ভিক্ষুকদের ৮ জনকে সর্বমোট ৮,০০,০০০/- টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়, যাতে তারা ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে নতুন জীবিকার দিকে যেতে পারে। এখন ৭ জন পুনর্বাসিত উদ্যোমী **সদস্যর** সেপ্টেম্বর'২০২৪ সালে সম্পদ সর্বমোট- ২১,২৭,৩০০/- টাকা ।

ব্যবসা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ: ভিক্ষুকদের স্বনির্ভর করতে এবং কর্মসংস্থান তৈরি করতে ছোট ছোট ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এতে তারা ব্যবসা শুরুর মূলধন পায় এবং স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনার সক্ষমতা অর্জন করে। **যেমন** : ক্ষুদ্র দোকানদারি, হস্তশিল্প, গবাদিপশু পালন, রিকশা চালানো ইত্যাদি।

আর্থিক সহায়তা ও ক্ষুদ্র ঋণ: উদ্যোমী সদস্যদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে ক্ষুদ্র ঋণের সুযোগ দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে তারা তাদের ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করতে পারে এবং জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।**যেমন :** মূলধন সহায়তা, বিনাসুদে ঋণ প্রদান, এবং আয়বর্ধক কার্যক্রমে সহায়তা।

সামাজিক স্বীকৃতি: ভিক্ষুকদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে তাদের মানসিক ও সামাজিকতার মাধ্যমে তারা ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে সমাজে একজন গর্বিত ও সম্মানিত সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তাদেরকে সমাজে অবদান রাখা ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা এবং তাদের নতুন জীবনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্যসেবা ও মানসিক সহায়তা: পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় ভিক্ষুকদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া হয়। তাদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা সহায়তা এবং মানসিক সাপোর্ট ব্যবস্থা করা হয়।

স্বাস্থ্যসেবা: প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

কাউন্সেলিং ও পরামর্শ: ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে উৎপাদনশীল জীবনে ফিরতে তাদের জন্য প্রেরণা জোগানো হয় এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে ভূমিকা রাখা হয়।

নির্দিষ্ট স্থানে পুনর্বাসন: অনেক ভিক্ষুকের জন্য বাসস্থানের অভাব বড় চ্যালেঞ্জ। এই কর্মসূচির আওতায় তাদেরকে বাসস্থানেরও ব্যবস্থা করা হয়, যাতে তারা সুরক্ষিত পরিবেশে বসবাস করতে পারে এবং ভিক্ষাবৃত্তির দিকে ফিরে না যায়।

সফলতা:

- **ভিক্ষাবৃত্তি কমানো**: এই কর্মসূচি ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মুক্তির জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে সলিমপুর ইউনিয়নে মোট-০৭ জন পুনর্বাসিত উদ্যোমী সদস্য কর্মসূচির মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে নতুন জীবিকা শুরু করেছে। প্রাক্তন ভিক্ষুক সফলভাবে উদ্যোমী সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা ক্ষুদ্র ব্যবসা বা পেশাগত কাজে যুক্ত হয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে।
- **সামাজিক মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা**: পুনর্বাসিত ভিক্ষুকরা সমাজে পুনরায় মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে, যা তাদের মানসিক উন্নয়নেও সহায়তা করেছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম সফলভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া এবং দরিদ্র মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

বিশেষ সঞ্চয় :

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম হলো দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সুরক্ষা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা। এর মূল লক্ষ্য হলো দরিদ্র পরিবারগুলোকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে সহায়তা করা। এই কর্মসূচির আওতায় জনগণকে নিয়মিত সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়, যাতে তারা ভবিষ্যতের জরুরি পরিস্থিতি, ব্যবসায়িক বিনিয়োগ বা পরিবারের উন্নতির জন্য অর্থ সঞ্চয় করতে পারে।

নিয়মিত সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা: কর্মসূচির আওতায় অংশগ্রহণকারীদের মাসিক ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করতে উৎসাহিত করা হয়। এতে তারা ধীরে ধীরে একটি সঞ্চয় গড়ে তুলতে পারে, যা তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

বিশেষ সঞ্চয় সহায়তা: কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধি, স্বামীহারা মহিলা প্রধানদের পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় অংশগ্রহণকারীদের মাসিক ভিত্তিতে ০২ বছর মেয়াদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে সঞ্চয় করলে তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়। এবং তাদের প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কারা হয়।

ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের সুযোগ: সঞ্চয়ের পাশাপাশি, কর্মসূচির আওতায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের সঞ্চয়ের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের সুযোগ পান। এই ঋণ তারা ছোট ব্যবসা শুরু করতে, কৃষিকাজে বিনিয়োগ করতে বা অন্যান্য আয়বর্ধক কার্যক্রমে ব্যবহার করতে পারেন।

আর্থিক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি: সঞ্চয় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জনগণকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, এবং সঞ্চয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়। এর ফলে তারা সঞ্চয় করার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং তাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

কর্মসূচি: সঞ্চয়ের উপকারিতা, ঋণের সঠিক ব্যবহার, এবং আয় ও ব্যয়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের সফলতা:

- **আর্থিক স্থিতিশীলতা**: দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য এই কর্মসূচি তাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা প্রদান করেছে।
- **সঞ্চয়ের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা**: সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে অনেক অংশগ্রহণকারী স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন।
- **উদ্যোক্তা সৃষ্টি**: সঞ্চয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য মূলধন তৈরি করা হয়েছে, যা দরিদ্র মানুষদের উদ্যোক্তা হতে সহায়তা করেছে।
- **দারিদ্র্য বিমোচন**: নিয়মিত সঞ্চয় এবং ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, যা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদে টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম (আইজিএ) :

আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম (আইজিএ) হলো এমন একটি উদ্যোগ, যার মাধ্যমে দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করতে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো জনগণের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষেরা, যারা চাকরি বা অন্যান্য আয়মূলক কর্মে যুক্ত হতে পারছে না, যাহারা ক্ষুদ্র ব্যবসা বা অন্যান্য উদ্যোক্তা কার্যক্রম শুরু করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে এই ঋণ প্রদান করা হয়।

মূল বৈশিষ্ট্য:

ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান: পিকেএসএফ এর অর্থ, ক্ষুদ্র ঋণ (মাইক্রোক্রেডিট) এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়, যা সহজ শর্তে ও কম সুদের হারে দিয়ে থাকে, যাতে ঋণগ্রহীতা সহজে তা পরিশোধ করতে পারেন।

স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করা: সমাজের নিম্ন আয়ের বা বেকার জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা এবং তাদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।

বিভিন্ন উদ্যোক্তা কার্যক্রমের জন্য ঋণ: ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি কার্যক্রম, পশুপালন, মৎস্য চাষ, হস্তশিল্প, বা অন্যান্য আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের জন্য এই ঋণ প্রদান করা হয়।

নারী ক্ষমতায়ন: নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে বিশেষ ঋণ সুবিধা প্রদান, যাতে তারা নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা করে পরিবার ও সমাজে অবদান রাখতে পারেন।

সহযোগী প্রশিক্ষণ: ঋণ প্রদান ছাড়াও দক্ষতা বৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে ঋণগ্রহীতারা আরও দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন।

উপকারিতা:

স্বনির্ভরতা সৃষ্টি: এই ঋণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণ নিজস্ব আয়ের উৎস তৈরি করে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে।

বেকারত্ব দূরীকরণ: বেকারত্ব কমাতে সহায়ক, কারণ এ ধরনের ঋণের মাধ্যমে মানুষ ছোট ছোট ব্যবসা বা আয়ের উৎস গড়ে তুলতে পারে।

দারিদ্র্য বিমোচন: নিম্নবিত্ত মানুষেরা আয়ের সুযোগ পেয়ে দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এবং তাদের জীবনমানের উন্নতি ঘটাতে পারে।

নারীর ক্ষমতায়ন: বিশেষ করে গ্রামীণ ও শহরের নিম্ন আয়ের নারীরা এই ঋণের মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়।

সামাজিক উন্নয়ন: আইজিএর মাধ্যমে জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে তা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নেও প্রভাব ফেলে। যেমন, শিশুশিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং আবাসন ব্যবস্থা উন্নত হয়।

আইজিএ ঋণ কার্যক্রম উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং স্বাবলম্বীতা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, যা দরিদ্র জনগণের জীবনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তন আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণী সদস্য প্রশিক্ষণ :

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণী সদস্য প্রশিক্ষণ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা ঋণী সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং তাদের আয়ের উৎস বাড়াতে সহায়তা করে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যরা বিভিন্ন দিক থেকে উপকৃত হন। নিচে এর কিছু প্রধান দিক তুলে ধরা হলো:

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য:

দক্ষতা উন্নয়ন: সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা তাদের ব্যবসা বা কৃষি কাজে আরও সফল হতে পারেন।

ব্যবসায়িক ধারণা: সদস্যদের জন্য নতুন ব্যবসায়িক ধারণা ও কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করা।

অর্থ ব্যবস্থাপনা: ঋণ ব্যবস্থাপনা, খরচ, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া।

মার্কেটিং কৌশল: বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য বিক্রির কৌশল শেখানো।

প্রযুক্তির ব্যবহার: আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করানো।

প্রশিক্ষণের পদ্ধতি:

সেমিনার,সভা,প্রশিক্ষণ: বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সেমিনার, প্রশিক্ষণ, সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেন এবং Hands-on training বা প্রাত্যহিক কাজে সহযোগিতা করে সদস্যদের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণের সুবিধা:

- **আয় বৃদ্ধি**: সদস্যরা শেখা বিষয়গুলির প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের আয় বাড়াতে সক্ষম হয়।
- **স্বনির্ভরতা**: সদস্যদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা নিজেদের এবং তাদের পরিবারকে সচ্ছল করতে সক্ষম হয়।
- **সম্প্রদায় উন্নয়ন**: সদস্যরা সফল হলে তা স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা সমাজের উন্নয়নে সহায়তা করে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলি মিলে সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং তাদের আর্থিক স্বাবলম্বী করে।

যুব কারিগরি প্রশিক্ষণ :

যুব কারিগরি প্রশিক্ষণ হল একটি উদ্যোগ, যা যুবকদের প্রযুক্তিগত এবং কারিগরি দক্ষতা প্রদান করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা হয়।

যুব কারিগরি প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য:

দক্ষতা উন্নয়ন: যুবকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রদান করা, যা তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ায়।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি: স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন শিল্পে যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন: যুবকদের স্বনির্ভর উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন: যুবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু:

- **কারিগরি বিষয়**: যেমন, মেকানিক্স, ইলেকট্রনিক্স, সার্ভিস টেকনোলজি, ওয়েল্ডিং, এবং তথ্য প্রযুক্তি।
- **দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ**: বিভিন্ন শিল্পে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা।
- **সফট স্কিলস**: যোগাযোগ দক্ষতা, টিমওয়ার্ক, সমস্যা সমাধান, এবং নেতৃত্বের মতো নরম দক্ষতার উন্নয়ন।

প্রশিক্ষণের পদ্ধতি:

- **প্রাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ**: Hands-on training, সেখানে শিক্ষার্থীরা বাস্তব পরিস্থিতিতে কাজ করার সুযোগ পান।
- **সেমিনার ও কর্মশালা**: বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ের ওপর সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি।
- **ইন্টার্নশিপ**: শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন।

প্রশিক্ষণের সুবিধা:

- **কর্মসংস্থান**: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকেরা সহজে কর্মসংস্থানের সুযোগ পান।
- **স্বনির্ভরতা**: যুবকদের কারিগরি দক্ষতার মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- **আর্থিক স্থিতিশীলতা**: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবকেরা তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারেন, যা তাদের পরিবারের জন্যও উপকারী।

যুব কারিগরি প্রশিক্ষণ যুবকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, যা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে।

যুব স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো :

"স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো" প্রশিক্ষণ একটি যুবমুখী উদ্যোগ, যা তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পিত। এর মূল লক্ষ্য যুবসমাজকে উদ্যোক্তা কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুত করা, তাদের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তা এবং দক্ষতা গড়ে তোলা, যাতে তারা সফলভাবে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। এই প্রশিক্ষণ তরুণদের আত্মনির্ভরশীল এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী হিসেবে সমাজে ভূমিকা রাখে।

প্রশিক্ষণের মূল বৈশিষ্ট্য:

ব্যবসায়িক ধারণা বিকাশ: প্রশিক্ষণটি তরুণদেরকে তাদের ব্যবসায়িক ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। কীভাবে একটি সৃজনশীল ও লাভজনক উদ্যোগ শুরু করতে হয় এবং তা কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে হয়, সেই বিষয়গুলো শেখানো হয়।

বাজার বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা: প্রশিক্ষণে বাজার বিশ্লেষণ, প্রতিযোগিতা নিরূপণ, এবং একটি কার্যকরী ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি করার কৌশল শেখানো হয়। এর মাধ্যমে ব্যবসার সঠিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা এবং তা বাস্তবায়নের দক্ষতা অর্জন করা যায়।

আর্থিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা: ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা, আয়-ব্যয় হিসাব এবং লাভ-ক্ষতির সঠিক পরিকল্পনা শেখানো হয়। এছাড়া, অর্থের সঠিক ব্যবহারের কৌশল এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া হয়।

নেটওয়ার্কিং ও সহযোগিতা: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করতে পারেন। ব্যবসায়িক সহযোগিতার সুযোগ এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে তারা তাদের উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করতে পারেন।

ব্যবসার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার: প্রশিক্ষণে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার, অনলাইন ব্যবসা পরিচালনা, ই-কমার্স এবং সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংয়ের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা বর্তমান যুগে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপ: অনেক সময় তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ মেন্টর বা পরামর্শক নিয়োগ করা হয়, যারা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা শেয়ার করে এবং তাদের ব্যবসায়িক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।

প্রশিক্ষণের উপকারিতা:

আত্মনির্ভরতা অর্জন: যুবকরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজস্ব উদ্যোগ গড়ে তোলার দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করতে পারে, যা তাদের আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি: নতুন উদ্যোক্তারা শুধু নিজেদের কর্মসংস্থানই তৈরি করে না, বরং তারা অন্যদের জন্যও কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে, যা সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নয়ন ঘটায়।

আর্থিক স্বাবলম্বীতা: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণরা অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হতে পারে, যা তাদের পরিবার এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সৃজনশীলতা, নতুনত্ব এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদী সফলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক উন্নয়ন: এই প্রশিক্ষণ যুবকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি সচেতন করে তোলে এবং তারা সমাজের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা

- **প্রাথমিক মূলধনের অভাব:** প্রশিক্ষণ শেষে অনেক উদ্যোক্তা প্রাথমিক পুঁজির অভাবে কার্যক্রম শুরু করতে পারে না। তাদেরকে সফল করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ এর আর্থিক (আইজিএ ঋণ) এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরী করা হয়।
- **মার্কেট প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা:** নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য বাজারে প্রবেশ করা এবং প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান তৈরি করা অনেক সময় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলার জন্য সহযোগী সংস্থা (নিউ এরা ফাউন্ডেশন) কাজ করেছে।
- **সঠিক পরামর্শ:** অনেক উদ্যোক্তা সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় মেন্টর বা গাইডলাইন পেতে ব্যর্থ হয়, যা তাদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। নিউ এরা ফাউন্ডেশন সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকে।
-

"স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো" প্রশিক্ষণ তরুণদের জন্য একটি প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী উদ্যোগ, যা তাদের সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

খ) প্রবীণ কর্মসূচি

পরিপোষক ভাতা:

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির পরিপোষক ভাতা হলো একটি আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, যা দরিদ্র এবং অসহায় প্রবীণদের আর্থিক নিরাপত্তা ও সম্মানজনক জীবনযাপন নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত হয়েছে। প্রবীণরা যারা আর্থিকভাবে দুর্বল এবং নিজের আয় উপার্জন করতে সক্ষম নন, তাদের মাসিক ভাতার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে, যাতে তারা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারেন।

মূল উদ্দেশ্য:

আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান: দরিদ্র প্রবীণদের জন্য নিয়মিত মাসিক ভাতার মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা, যাতে তারা তাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে পারে।

জীবনমান উন্নয়ন: প্রবীণদের জীবনমানের উন্নতি করা এবং তাদের খাদ্য, বাসস্থান, এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

সম্মানজনক জীবনযাপন: প্রবীণদের জন্য সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ তৈরি করা।

সামাজিক নিরাপত্তা: প্রবীণদের পরিবার এবং সমাজের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় যত্ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

কার্যক্রমের ধরন:

মাসিক ভাতা প্রদান:

- প্রবীণদের মাসিক ভিত্তিতে জন প্রতি ৫০০/- পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়, যা তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচের জন্য ব্যবহার করা হয়।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

- প্রবীণদের ভাতা সঞ্চয় বা নিত্যপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যবহারের জন্য পরামর্শ প্রদান এবং আর্থিক পরিকল্পনার বিষয়ে সহায়তা।

স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য সুবিধা:

- ভাতা প্রাপ্ত প্রবীণদের জন্য বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা, ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়।

উপকারিতা:

আর্থিক সহায়তা: প্রবীণরা তাদের দৈনন্দিন চাহিদা যেমন খাদ্য, বাসস্থান, ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে পারেন।
সামাজিক সুরক্ষা: এই ভাতা প্রবীণদের জীবনের মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।
স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ: ভাতা পাওয়ার ফলে প্রবীণরা স্বাস্থ্যসেবা এবং চিকিৎসার খরচ বহন করতে সক্ষম হন।
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উন্নতি: প্রবীণরা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করেন এবং তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

সাফল্য ও প্রভাব:

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য: প্রবীণদের জীবনযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে, কারণ তারা মাসিক ভাতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পাচ্ছেন।
স্বাস্থ্য সুরক্ষা: এই ভাতার ফলে প্রবীণরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ওষুধ পেতে সক্ষম হচ্ছেন, যা তাদের শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়ক।
সম্মানজনক জীবনযাপন: এই ভাতার মাধ্যমে প্রবীণরা সমাজে সম্মানের সাথে জীবনযাপন করতে পারছেন এবং তাদের আত্মসম্মান ফিরে পেয়েছেন।

পরিপোষক ভাতা কর্মসূচি প্রবীণদের জীবনের শেষ সময়ে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি কার্যকর উদ্যোগ, যা তাদের সম্মানজনক ও স্থিতিশীল জীবনযাপনের সুযোগ প্রদান করে।

সোনালী উদ্যোগ (টি-স্টল) :

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় "সোনালী উদ্যোগ (টি-স্টল)" হলো একটি বিশেষ কর্মসূচি, যা প্রবীণদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আর্থিক স্বাবলম্বীতা অর্জনের জন্য গৃহীত হয়। এটি সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য ছোটখাটো ব্যবসার মাধ্যমে তাদের জীবনের শেষ বয়সেও সক্রিয় ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ তৈরি করে। "টি-স্টল" ধারণাটি একটি ছোট চা দোকান খোলার মাধ্যমে প্রবীণদের আয় করার সুযোগ তৈরি করে।

"সোনালী উদ্যোগ (টি-স্টল)" কর্মসূচির মূল বৈশিষ্ট্য:

প্রবীণদের আর্থিক স্বাবলম্বীতা: এই কর্মসূচির মাধ্যমে সলিমপুর ইউনিয়নে ০১ জন প্রবীণকে ১৫,০০০/- টাকা, একটি চা দোকান (টি-স্টল)স্বল্প পরিসরে পরিচালনার জন্য এককালিন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। যা তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে সহায়ক হয়।

সহজ ও স্বল্প বিনিয়োগে ব্যবসার সুযোগ: প্রবীণদের জন্য চা দোকান খোলা তুলনামূলকভাবে সহজ, কারণ এটি পরিচালনা করতে বেশি বিনিয়োগ বা পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। একটি ছোট টেবিল বা দোকানের মাধ্যমে তারা নিজেদের আয়ের উৎস গড়ে তুলতে পারেন।

প্রবীণ সোনালী উদ্যোগ (টি-স্টল)
বাস্তবায়নকারী: মো: ইসরাইল হোসেন, সলিমপুর ইউনিয়ন, ঈশ্বরদী, পাবনা।
সংস্থা: নিউ এরা ফাউন্ডেশন।

সামাজিক সংযোগ ও সক্রিয় জীবনধারা: প্রবীণদের টি-স্টলে কাজ করা তাদেরকে সামাজিকভাবে সক্রিয় রাখে। তাদের দোকানে আসা বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলা, চা পরিবেশন করা, এবং সময় কাটানো তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় এবং একাকীত্ব দূর করে।

স্বল্প প্রশিক্ষণ ও সহায়তা: চা দোকান চালানোর জন্য খুব বেশি দক্ষতা প্রয়োজন হয় না। তবে, কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের চা তৈরি, বিক্রয় কৌশল, এবং ছোট ব্যবসা পরিচালনার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিয়মিত মনিটরিং ও আয়-ব্যয় হিসাব করা হয়। যাতে তারা সঠিকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন।

নগর ও গ্রামীণ উভয় অঞ্চলে সুবিধা: "সোনালী উদ্যোগ (টি-স্টল)" কর্মসূচি শহর এবং গ্রামীণ উভয় এলাকায় কার্যকর । যেকোনো ছোট বাজার, স্কুল, অফিস বা রাস্তার পাশে এই ধরনের চা দোকান সহজেই জনপ্রিয় হয়।

কর্মসূচির উপকারিতা:

আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন: প্রবীণরা নিজেরা অর্থ উপার্জন করে পরিবার ও সমাজে অর্থনৈতিক অবদান রাখতে পারেন, যা তাদের আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়ক।

সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি: অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে প্রবীণরা তাদের সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারেন। তারা বোঝা না হয়ে সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন।

একাকীত্ব ও অবসাদ কমানো: টি-স্টল পরিচালনার মাধ্যমে প্রবীণরা মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারেন, যা তাদের একাকীত্ব দূর করে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়।

পারিবারিক সহায়তা: এই ধরনের আয়বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবীণরা তাদের পরিবারের আর্থিক সহায়তা করতে পারেন এবং তাদের সন্তানদের উপর নির্ভরশীল না থেকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

বাড়তি আয়: চা বিক্রির পাশাপাশি দোকানে ছোটখাটো অন্যান্য পণ্য যেমন বিস্কুট, পান, সিগারেট ইত্যাদি বিক্রির মাধ্যমে বাড়তি আয় করেন।

"সোনালী উদ্যোগ (টি-স্টল)" কর্মসূচি প্রবীণদের জন্য একটি ব্যতিক্রমী ও মানবিক উদ্যোগ, যা তাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা ও সামাজিক সংযোগের সুযোগ করে দেয়। এটি শুধু তাদের জীবনের শেষ বয়সে আয় করার পথ খুলে দেয় না, বরং তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং সামাজিক মর্যাদাও নিশ্চিত করে।

৯. সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সমূহ:

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। নিচে কিছু প্রধান প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরা হলো:

➢ অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা:

- **অপ্রতুল বাজেট:** উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব হলে কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়।
- **অর্থের অপচয় ও দুর্নীতি:** অনেক সময় সঠিক ভাবে বাজেট ব্যবহৃত না হওয়া বা তহবিলের অপব্যবহার কর্মসূচির অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে।
- **অর্থনৈতিক বৈষম্য:** সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে কার্যক্রমে যুক্ত করতে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা।

➢ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা:

- **জনগণের সচেতনতার অভাব:** মানুষ উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত না থাকলে তারা কার্যক্রমে সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না।
- **সাংস্কৃতিক বাধা:** বিশেষ কিছু এলাকায় সংস্কারমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা বা ধর্মীয়ও সামাজিক রীতিনীতির কারণে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা কঠিন হয়।
- **নারীর অংশগ্রহণে বাধা:** নারী ও শিশুদের উন্নয়নে কাজ করার ক্ষেত্রে কিছু অঞ্চলে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব বা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়।

➢ প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা:

- **পরিকল্পনা ও পরিচালনার দুর্বলতা:** কর্মসূচির কার্যকর পরিকল্পনা ও সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দুর্বলতা বড় একটি বাধা হতে পারে।
- **প্রশিক্ষণের অভাব:** কর্মসূচিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা বা কর্মীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব থাকলে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দেয়।
- **সমন্বয়হীনতা:** কেন্দ্রীয়ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে সঠিক সমন্বয়ের অভাব অনেক সময় উন্নয়ন কার্যক্রমের ধীরগতি বা ব্যর্থতা তৈরি করে।

➢ প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা:

- **প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
- **দুর্গম এলাকা:** প্রত্যন্ত বা দুর্গম এলাকায় পৌঁছাতে না পারলে সেখানে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত করা কঠিন।

➢ রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা:

- **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** রাজনৈতিক অস্থিরতা বা সংঘাতমূলক পরিস্থিতি উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কার্যক্রমকে স্থবির করে দেয়।
- **পক্ষপাতমূলক আচরণ:** অনেক সময় রাজনৈতিক পক্ষপাতের কারণে প্রকৃত উপকারভোগীরা কর্মসূচির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

➢ প্রযুক্তিগত প্রতিবন্ধকতা:

- **প্রযুক্তির অপ্রতুলতা:** অনেক এলাকায় পর্যাপ্ত প্রযুক্তি বা ইন্টারনেট সুবিধার অভাব থাকার ফলে আধুনিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না।
- **নতুন প্রযুক্তির সাথে জনগণের অপরিচয়:** অনেক সময় জনগণ নতুন প্রযুক্তি বা পদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহী থাকে না।

এই সকল প্রতিবন্ধকতা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সমাধান করার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মসূচি, যেমন সমৃদ্ধি কর্মসূচি, সফলভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব।

১০. সার্বিক অর্জন ও ইতি বাচক ফলাফল:

নিউ এরা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 'সমৃদ্ধি কর্মসূচি' বাংলাদেশের অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত এবং প্রবীণ জনগণের জীবনমান উন্নয়নের ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রবীণসহ সকল শ্রেণির ও বয়সের মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে কর্মসূচিটির অর্জন ও ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

১১. মাঠ পর্যায়ের বিশেষ ফিড ব্যাক:

ক) শিক্ষকের মতামত:

"সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানের অনেক উন্নতি হয়েছে। কর্মসূচির অধীনে যে সকল শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে সে সকল শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ঝড়ে পড়া শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠদান করছে। যা আমাদের শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করেছে। শিক্ষার্থীরাও এখন অনেক বেশি উৎসাহী এবং নিয়মিতভাবে স্কুলে আসছে। তারা বইয়ের বাইরেও অনেক কিছু শিখতে পারছে, যা তাদের সার্বিক বিকাশে সহায়ক হবে। তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও বেশি অবকাঠামোগত উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষ করে প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম ও খেলাধুলার মাধ্যমে পড়ার সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে পারলে শিক্ষাদান আরও সহজ হবে। সামগ্রিকভাবে, সমৃদ্ধি কর্মসূচি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি বড় সুবিধা, এবং এর ধারাবাহিকতা আমাদের শিক্ষার মানকে আরও এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে।"

মোছাঃ লিমা খাতুন
প্রধান শিক্ষক
গাংমাথাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

খ) একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তার মতামত (স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনাকারী এমবিবিএস ডাক্তার): "সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ এবং সুবিধাবঞ্চিত এলাকার জনগণের স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিল। আমি একজন স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনাকারী এমবিবিএস ডাক্তার হিসেবে এ ধরনের কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকায় বলতে পারি, এ উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, এবং প্রবীণদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবা প্রদান এ কর্মসূচির মাধ্যমে সহজতর হয়েছে।
তবে, এই কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। তাছাড়া, দূরবর্তী এলাকায় যোগাযোগের অসুবিধার কারণে সেবা পৌঁছানো কঠিন হয়, বিশেষ করে যেখানে সঠিক অবকাঠামো নেই।
তবুও, আমি মনে করি যদি এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে সংস্থায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন ও ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায় এবং কিছু সংখ্যক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সংস্থায় নিয়োগ প্রদান করা হয়, তাহলে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে আরও কার্যকরভাবে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। এছাড়া, জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে কমিউনিটি পর্যায় কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে মানুষ সঠিকভাবে সেবা নিতে পারে এবং এর সুফল উপভোগ করতে পারে।"

ডাঃ মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান
এমবিবিএস
পিজিটি (শিশু মেডিসিন)
(স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনাকারী)

গ) প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে সম্পৃক্ত প্রবীণের মতামত: "আমি দীর্ঘদিন ধরে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত আছি এবং এটি আমার জীবনে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এখানে এসে আমি আমার মতো আরও অনেকের সঙ্গে সময়কাটাতে পারি, যা আমার একাকীত্ব দূর করে এবং আমার মানসিক শান্তি এনে দেয়। সামাজিক কেন্দ্রটি আমাদের মতো প্রবীণদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যেখানে আমরা নানা ধরণের কার্যক্রমে অংশ নিতে পারি—যেমন: ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক, ইনডোর গেম, ব্যায়াম, স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনা, শখের কাজ শেখা, এবং বিভিন্ন সামাজিক ইভেন্টে অংশগ্রহণ।
এ ধরনের কেন্দ্রগুলো আমাদের জীবনের শেষ বয়সেও সক্রিয় থাকার সুযোগ দেয়। একসময় বয়সের ভারে অনেক কাজ করতে কষ্ট হতো, কিন্তু এখানে এসে খেলাধুলার মাধ্যমে শরীরকে সচল রাখা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও, আমি নতুন বন্ধু তৈরি করেছি, যাদের সঙ্গে জীবনের নানা গল্প শেয়ার করতে পারি।
স্বাস্থ্যসেবার দিক থেকেও স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগন এই কেন্দ্র আমাদের স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকেন। প্রায়ই ডাক্তারদের পরামর্শ নেয়ার সুযোগ পাওয়া যায়, যা আমাদের সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। তবে আমি মনে করি, আরও প্রবীণদের এই কেন্দ্রে সম্পৃক্ত করা উচিত, কারণ এখনও অনেক প্রবীণ আছেন যারা একাকীত্বে ভুগছেন এবং তারা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। যদি আরও বেশি কার্যক্রম ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়, তবে আমাদের মতো প্রবীণদের জন্য এটি আরও উপকারজনক হবে।
অবশ্য কিছু সমস্যা আছে। মাঝে মাঝে সুযোগ-সুবিধা সীমিত হওয়ার কারণে আমাদের কার্যক্রম ঠিকমতো পরিচালিত হয় না। যদি কেন্দ্রটি আরও সমৃদ্ধ হয়, তাহলে আমরা আরও ভালোভাবে উপকৃত হতে পারব।"

মোঃ মনছের আলী খা
প্রবীণ সভাপতি

ঘ) স্থানীয় মতামত: "আমাদের এলাকায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য নেওয়া উদ্যোগগুলো অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শুধু অর্থনৈতিক সহায়তাই নয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যুব এবং সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে যুব ও নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রে এই কর্মসূচির ভূমিকা খুবই ইতিবাচক ছিল। তারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে নিজস্ব উদ্যোগে কাজ করতে পারছে, যা তাদের পরিবারের আয় বাড়াতে সহায়ক হচ্ছে।
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের কর্মসূচি নিয়ে বলতে গেলে, এটি সত্যিই আমাদের সমাজের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রবীণরা আমাদের পরিবারের এবং সমাজের একটি অমূল্য অংশ। তাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষা, এবং মানসিক সমর্থন প্রদান করা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রবীণদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা, সামাজিক অনুষ্ঠান এবং মানসিক সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক প্রবীণ মানুষ যারা এক সময় সমাজের মূল চালিকা শক্তি ছিলেন, এখন বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং তাদের সঠিক যত্ন প্রয়োজন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে তারা এখন পুনরায় সমাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারছেন, এবং তাদের মর্যাদা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।
তবে, আমি মনে করি আমাদের সমাজে এই ধরণের কর্মসূচির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার দরকার। অনেক প্রবীণ মানুষ এখনও এই সুবিধাগুলো সম্পর্কে জানেন না বা তা গ্রহণ করতে পারছেন না। পাশাপাশি, আরও উন্নত অবকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই কর্মসূচিগুলোর কার্যকারিতা বাড়ানো সম্ভব। যদি আমরা স্থানীয় প্রশাসন এবং জনগণ একসাথে কাজ করি, তাহলে এই ধরনের কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে আমাদের সমাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জনগোষ্ঠীগুলোর জীবনমান আরও উন্নত হবে।
অবশ্যই, কিছু চ্যালেঞ্জ আছে । যেমন পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব, কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দুর্বলতা, এবং কার্যকরী সমন্বয়র অভাব। কিন্তু এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া গেলে কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।"

বীরমুক্তিযোদ্ধা মোঃ মতিয়ার রহমান
বড়ইচারা, ঈশ্বরদী ,পাবনা

১২. ভবিষ্যৎ কর্মসূচির জন্য সুপারিশমালা:

'সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র মধ্য দিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত এবং প্রবীণ জনগণের জীবনমান উন্নয়ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের মৌলিক চাহিদা তথা জীবনমান উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় । প্রবীণসহ সকল শ্রেণির ও বয়সের মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে কর্মসূচিটির অর্জন ও ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সুতরাং প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে কর্মসূচিটি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী	সমৃদ্ধি সমন্বয়কারী	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
মুন্সী মো. সাজেদুর রহমান	**এস এম জাহাঙ্গীর আলম**	**মো. শফিকুল ইসলাম**

১৩. ফটোগ্যালারি

(সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি- এর বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি)

(বামে) সমৃদ্ধি বাড়ি করে সমৃদ্ধ সদস্য মোছাঃ নিলুফা খাতুন। (ডানে) নিউ এরা ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ নিয়ে সদস্য মোছাঃ এমিলি নাসরিন ভার্মি কম্পোষ্ট করে নিজের পাশাপাশি স্বাবলম্বী করছে গ্রামের অসংখ্য বেকার নারীদের।

নিউ এরা ফাউন্ডেশনের বিধবাভাতা প্রদানের আলোকচিত্র।

উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় রেখে পহেলা বৈশাখ উদযাপন।

নিউ এরা ফাউন্ডেশনের বিশেষ চক্ষু ক্যাম্পের উদ্বোধন করছেন নির্বাহী পরিচালক মঞ্জুর রহমান বিশ্বাস।

নিউ এরা ফাউন্ডেশনের প্রবীণ সমন্বয় সভায় নির্বাহী পরিচালক মঞ্জুর রহমান বিশ্বাস বক্তব্য রাখছেন।

বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে নিউ এরা ফাউন্ডেশনের মঙ্গল শোভাযাত্রা

রাজশাহী বিভাগীয় পেনশন মেলা-২০২৪' নিউ এরা ফাউন্ডেশনের স্টলে পাবনা জেলা প্রশাসক মু. আসাদুজ্জামান, সহকারি কমিশনার (ভূমি) টি. এম রাহসিন কবির, ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শফিকুল ইসলাম, পরিচালক মোস্তাক আহমেদ কিরণ , উপ-পরিচালক বি. এম ফাহিম রহমানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক দূর্নীতিবিরোধী দিবসসহ বিভিন্ন দিবস পালন করে নিউ এরা ফাউন্ডেশন। মহান বিজয় দিবস ও আর্ন্তজাতিক দূর্নীতিবিরোধী দিবসপালনের আলোকচিত্র।

বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষে নিউ এরা ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম। ছবি: ১২.০৫.২০২৪ ইং

মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তি তুলে দিচ্ছেন ইউএনও।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বাসকপাতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম।

সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও উঠান বৈঠক।

সমাপ্ত

সংস্থার নাম: নিউ এরা ফাউন্ডেশন

ঠিকানা: বেদুনদিয়া, ঢুলটি, ঈশ্বরদী পাবনা।
ফোন: ০১৭১৫-১৫০৬৩৬
ফ্যাক্স:----------
ওয়েবসাইট: https://newera-foundation.org/
ইমেইল: ceo@newera-foundation.org
ফেসবুক: https://www.facebook.com/isdnef/